সঠিক দৃষ্টিকোণেঃ মাযহাব

মাযহাব সম্পর্কিত সংশয় দূরীকরণ

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল হাসান

১৪৩৬

সঠিক দৃষ্টিকোণেঃ মাযহাব

মাযহাব সম্পর্কিত সংশয় দূরীকরণ



মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল হাসান

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

أَمَّ بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالي :

আল্লহ তা'আলা বলেন,

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ... (سورة أل عمران- ١٠٣)

"তোমরা সকলে আল্লহ'র রশিকে শক্ত করে ধর, এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না..."(সুরা: আলি ইমরান-৩/১০৩)

সমস্ত প্রশংসা আল্লহ রব্বুল আলামিনের জন্য; এবং আমাদের সমস্ত ইবাদাত, ভালবাসা, আনুগত্য, আমাদের জীবন-মরণ সবকিছুই শুধুমাত্র আল্লহ'র জন্য। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক রসূলুল্লহ'র উপর- সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লহ'র রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

অতঃপর,

প্রচলিত চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব-এর অনুসরণ করা যায়েয, ফরয নাকি হারাম- এই সম্পর্কে বর্তমান সমাজে চরম মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ'র ফয়সালা কি- তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

আল্লহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে যা বলেছেন তা নিচে উল্লেখ করা হল; তবে এটি শুধু তাদের জন্য যাদের সম্পর্কে আল্লহ তা'আলা বলেছেন,

وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّواْ عَلَيۡهَا صُمّٗا وَعُمۡيَانٗا ٧٣

অর্থাৎ, "এবং যাদেরকে তাদের রবের আয়াতসমূহ বোঝানো হলে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না।" (সুরা: ফুরকান-২৫/৭৩)

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْ (سورة أل عمران- ١٠٤)

(১) "তোমরা সকলে আল্লহ'র রশিকে শক্ত করে ধর, এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না..." (সুরা: আলি ইমরান-৩/১০৩)

...أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِۚ... (سورة الشوري-١٣)

(২) "...তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর, এবং ওতে মতভেদ কর না। মুশরিকদের কাছে আহ্বানকৃত বিষয়টি বড়ই দুর্বহ লাগে..." (সুরা: শূরা-৪২/১৩)

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٥ (سورة أل عمران-١٠٥)

(৩) "তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে; তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" (সুরা: আলি ইমরান-৩/১০৫)

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ... (سورة الأنعام-١٥٩)

(৪) "নিশ্চয়ই যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই (অর্থাৎ, রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নেই), তাদের বিষয় আল্লহ'র এখতিয়ারভুক্ত..." (সুরা: আন'আম-৬/১৫৯)

۞مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًاۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٢ (سورة الوم)

(৫) "বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, তোমরা সলাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।" (সুরা: রুম-৩০/৩১-৩২)

فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًاۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٣ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ٥٤ (سورة المؤمنون)

(৬) "কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহুভাগে বিভক্ত করেছে, প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত। সুতরাং কিছুকাল তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।" (সুরা: মুমিমুন-২৩/৫৩-৫৪)

উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যেঃ

(ক) দলে দলে, মাযহাবে-মাযহাবে বিভক্ত হওয়া হারাম। [১ থেকে ৬ নং এ বর্ণিত আয়াতসমূহ অনুসারে]

(খ) বিভক্ত হওয়া মহাশাস্তির কারণ। [৩ ও ৬ নং এ বর্ণিত আয়াত অনুসারে]

(গ) যারা ইসলামে বিভিন্ন রকম দল, মতবাদ ও মাযহাব সৃষ্টি করেছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব রসূলুল্লহ (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নেই। তাঁর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর

সম্পর্ক না থাকা মানে তারা রসূলুল্লহ (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাহ'র অন্তর্ভুক্ত নয়। [৪নং এ বর্ণিত আয়াত অনুসারে]

(ঘ) এটা মুশরিকদের কাজ। [৫ নং এ বর্ণিত আয়াত অনুসারে]

আল্লহ তা'আলা বলেছেন,

..ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًاۚ... (سورة المائدة-٣)

"...আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম..." (সুরা: মায়িদাহ-৫/৩)

তাই, আল্লহ তা'আলা যা পূর্ণাঙ্গ করেছেন, তার মধ্যে নতুন তরীকা, মতবাদ, মাযহাব সৃষ্টি করা আল্লহ'র কাজে নিজেকে শরীক করার মতই, আর তা মেনে নেয়া এসব সৃষ্টিকারীকে আল্লহ'র অংশী হিসেবে মেনে নেওয়ার সমান।

মাযহাব সম্পর্কে রসূলুল্লহ (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

(i) "আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামী হবে একটি দল ছাড়া।" সাহাবায়ে কেরাম (রদিয়াল্লহু আনহুম) প্রশ্ন করলেন- "সেটি কোন দল ?" তিনি বলেলেন-"তারা হলো আমি ও আমার সাহাবাগণ যে আদর্শের উপর আছি তার উপর থাকবে।"অপর বর্ণনায় এসেছে- "সেই দলটি হচ্ছে 'জামাআহ'।" (তিরমিযী: মূল-(হাদিস নং)-২৬৪১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন-২৬৪২, মিনা বুক হাউস-২৫৭৮ ; আবু দাউদ: মূল-৪৫৯৬,৪৫৯৭, মিনা বুক হাউস-৪৫২৭,৪৫২৮ ; ইবনু মাজাহ: মূল-৩৯৯২,৩৯৯৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন-৩৯৯২,৩৯৯৩, মিনা বুক হাউস-৩৯৯২,৩৯৯৩ ; মিশকাত: মূল-১৭১,১৭২, মিনা বুক হাউস-১৬৩, সোলেমানিয়া বুক হাউস-১৬৩, এমদাদিয়া পুস্তিকালয়-১৬৩ ; মুসনাদে আহমাদ-১৬৯৭৯)

(ii) 'যারা আপন দ্বীনে বিচ্ছেদ ভাব এনে বিভিন্ন দলভুক্ত হয় তারা বিদআতকারী এবং তারাই নিজ ইচ্ছার তাবেদার। সুতরাং তাদের জন্য কোন তওবাহ নেই এবং তাদের তওবাও কবুল হবে না। আমি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তারাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট।' (ইবনু কাসীর, তাবারানী)

(iii) জাবির ইবনু আবদুল্লহ (রদিয়াল্লহু আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন একদা আমরা নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসে ছিলাম। নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে সামনের দিকে একটি সরলরেখা আঁকলেন। অতঃপর বললেন, 'এটাই আল্লহ'র পথ। এরপর নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সরলরেখার ডানদিকে দুটি ও বামদিকে দুটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলো হল শয়তানের পথ। অতঃপর তিনি হাতকে মধ্য রেখায় রেখে এ আয়াত পাঠ করলেনঃ এটাই আমার পথ। তোমরা এ

পথেরই অনুসরন কর এবং অন্য পথসমূহের অনুসরন কর না। যদি কর, তাহলে সেসব পথ তোমাকে আল্লাহ'র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিবে। আল্লহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে তোমরা (ভ্রান্ত পথ থেকে) বেঁচে থাকতে পার।' (নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্, আহমাদ, দারেমী, ইবনু কাসীর)

রসূলুল্লহ (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন,

(iv) 'যদি একই সময়ে দুইজন খলিফা বাই'আত গ্রহণ করে তাহলে দ্বিতীয় জনকে কতল কর।' (সহীহ মুসলিম)

(v) 'অচিরেই বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন কলহ বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতে মুহাম্মদীর ঐক্য ও সংহতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায়, ধরাতে চেষ্টা করে, তলোয়ার দ্বারা তোমরা তাকে শায়েস্তা কর (হত্যা কর)। সে যেই হক না কেন।' (সহীহ মুসলিম)

রসূলুল্লহ (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদীছগুলো থেকে একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষের যা বোঝা অত্যন্ত সহজ –

- যেহেতু তিহাত্তর (৭৩) দলের মধ্যে একটি (১) দল জান্নাতী, যেই দলের উপর রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাগণ ছিলেন, আর বাকি সব দল জাহান্নামী। তাই যারা সেই একটি মাত্র দল থেকে ভ্রান্ত ৭২ টি দল তৈরি করায় অংশী হবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তারা জাহান্নামী হবে। [i নং হতে, iii নং হতেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়]
- দ্বীনের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি করা বিদআত যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক। [ii নং হতে]
- যারা এ কাজ করবে (সাধারণভাবে) তাদের তাওবাহ্ কবুল হবে না। যদি এ কাজ থেকে ফিরে এসে তাওবাহ্ করে তাহলে ভিন্ন কথা। [ii নং হতে]
- যারা দ্বীনের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাব তৈরি করবে তাদের হত্যা করতে হবে। [iv ও v নং অনুসারে]

উপরে বর্ণিত কুরআনুল কারীমের আয়াত ও হাদীছসমূহ হতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাব তৈরি করা, তা মেনে নেয়া ও পালন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এরপর আর কোন দলিল-প্রমানের প্রয়োজন পড়ে না। তারপরও মাযহাবী অন্ধ অনুসরণ হারাম হওয়া ও সহীহ হাদীছ বিরোধী ইমামগণের রায়কে প্রত্যাখ্যান করার ব্যপারে ইমামগণের বক্তব্য নিচে উল্লেখ করা হল-

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

১। হাদীছ সহীহ সাব্যস্ত হলে ওটাই আমার মাযহাব বলে পরিগণিত হবে। [ইবনু আবিদিন এর হাশিয়া, এটি সালিহ্ আল ফাল্লানীও বর্ণনা করেছেন]

২। আমরা কোথা থেকে কথাটি নিলাম এটা না জানা পর্যন্ত কারো জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ নয়। [ইবনু আব্দিল বর, ইবনুল আবিদিন, বাহ্‌রুর রায়েক, ইবনু কাইয়ুম, শারানী বর্ণনা করাছেন]

৩। যে আমার কথার প্রমাণ জানে না, তার পক্ষে আমার কথা দ্বারা ফাতওয়া প্রদান করা হারাম। [নাসিরুদ্দিন আল বানী'র সলাত সম্পাদনের পদ্ধতি]

অপর বর্ণনায় রয়েছে,

৪। 'কেননা আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি আবার আগামীকাল তা থেকে ফিরে যাই'। [ইবনু মাঈন বর্ণনা করাছেন]

৫। 'এই হতভাগা ইয়াকুব (আবু ইউসুফ)! তুমি আমার থেকে যেটাই শুনবে সেটাই লিখে রাখবে না, কেননা আমি আজ এক মত পোষণ করি এবং আগামীকাল তা পরিহার করি, আবার আগামীকাল এক মত পোষণ করি আর পরশুদিন তা পরিহার করি'। [আল ঈকায এর টিকা দ্রষ্টব্য]

৬। 'তোমরা যদি আমার কোন কথা প্রকাশ্য কুরআন ও সুন্নাহ'র বিপরীত দেখতে পাও, তাহলে তোমরা কুরআন ও সুন্নাহ'র নির্দেশ পালন কর, এবং আমার কথা প্রাচীরের ওপর ছুঁড়ে মার'। [মীযান কুবরা]

৭। ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লহ) কে জিজ্ঞেস করা হল- 'আপনার কোন কথা যদি আল্লহ'র কিতাবের বিপরীত হয় তখন আমরা কি করব? তিনি বললেন – "কুরআনের মুকাবিলায় আমার কথা প্রত্যাখ্যান করবে।" তিনি আবার জিজ্ঞাসিত হলেন- আপনার কথা যদি রসূল ((সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) এর কথার বিপরীত হয় তখন আমরা কি করব? তিনি বললেন- "রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথার সামনে আমার কথা পরিহার কর।" তিনি আবার জিজ্ঞাসিত হলেন- যদি আপনার কথা সাহাবাদের কথার বিপরীত হয়, তাহলে কি করব? তিনি বললেন- "সাহাবাদের কথার বিপরীতে আমার কথা পরিত্যাগ করবে।" [ইকদুজ জিদ কিতাবে শাহ্ ওয়ালিউল্লহ বর্ণনা করেছেন]

৮। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লহ) এর নিকট কোন সমস্যার সমাধানের জন্য গেলে তার নিকট সে বিষয়ের হাদিছ বিদ্দমান না থাকলে তিনি ফাতওয়া দিয়ে বলতেন- 'এটা নোমান ইবনু সাবিত (তার নাম) এর সিধান্ত। আমাদের ক্ষমতা অনুসারে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট উক্তি, কিন্তু যদি কেউ এটা

অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠতার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয় তাহলে সে সিদ্ধান্তই সঠিক’। [হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, মীযানে কুবরা]

ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

১। ‘আমি নিছক একজন মানুষ। ভুলও করি, শুদ্ধও বলি। তাই তোমরা লক্ষ্য কর আমার অভিমতের প্রতি। এগুলোর যতটুকু আল কুরআন ও সুন্নাহ’র সাথে মিলে তা গ্রহণ কর, আর যতটুকু এতদুভয়ের সাথে গরমিল হয় তা পরিত্যাগ কর’। [ইবনু আব্দিল বর, তার থেকে ইবনু হাযম বর্ণনা করেছেন]

২। ‘নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য যেকোন লোকের কথা গ্রহণীয় ও বর্জনীয়’। [ইবনু আব্দিল হাদী, ইবনু আব্দিল বর, ইবনু হাযম, হাকাম ইবনু উতাইবাহ্, মুজাহিদ]

৩। ‘তোমরা রায় বা কিয়াস পন্থীদের থেকে বেঁচে থাক। কেননা তারা সুন্নাহ’র শত্রু’। [আল ইহ্কাম]

ইমাম শাফেঈ (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

১। ‘প্রত্যেক ব্যক্তি থেকেই আল্লহ’র রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু সুন্নাহ গোপন থাকবেই এবং ছাড়া পরবেই। তাই আমি যত কথাই বলছি অথবা মৌলনীতি উদ্ভাবন করেছি সেক্ষেত্রে রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য পাওয়া গেলে, আল্লহ’র রসূলের (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথাই হচ্ছে চুড়ান্ত আর এটিই হবে আমার কথা’। [হাকিম, ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন]

২। ‘মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যার কাছে রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয়ে যায়, তার পক্ষে বৈধ নয় অন্য কারো কথায় তা বর্জন করা’। [ইবনু কাইয়ুম বর্ণনা করেছেন]

৩। ‘হাদীছ বিশুদ্ধ (সহীহ) সাব্যস্ত হয়ে গেলে এটাই আমার গৃহীত পথ’। [ইমাম নববী বর্ণনা করাছেন]

৪। ‘তোমরা যখন আমার কিতাবে রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাবে, তখন আল্লহ’র রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ অনুসারে কথা বলবে, আর আমি যা বলেছি তা ছেড়ে দিবে’। অপর বর্ণনায় এসেছে, ‘তোমরা তারই অনুসরণ কর, আর অন্য কারো কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না’। [ইবনু আসাকির, ইমাম নববী, ইবনু কাইয়ুম, ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন]

৫। ‘নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সব হাদীছই আমার বক্তব্য যদিও আমার মুখ থেকে তা না শুনে থাকো।’ [ইবনু আবী হাতিম]



৬। 'যে বিষয়ে আল্লহ'র রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আমার বিরুদ্ধে হাদীছ বর্ণনাকারীদের নিকট বিশুদ্ধরূপে কোন হাদীছ পাওয়া যাবে, আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম'। [ইবনু কাইয়ুম, আবু নুয়াইম, আল হারাবী বর্ণনা করেছেন]

৭। 'যখন তোমরা দেখবে যে, আমি এমন কথা বলছি যার বিরুদ্ধে নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ হাদীছ রয়েছে, তবে জেনে রেখ যে, আমার বিবেক হারিয়ে গেছে'। [ইবনু আবি হাতিম, আবু নুআইম, ইবনু আসাকির]

৮। 'আমি যা কিছুই বলছি তার বিরুদ্ধে নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সুত্রে হাদীছ এসে গেলে নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছই হবে আমার অগ্রাধিকারযোগ্য, অতএব আমার অন্ধ অনুসরণ (তাকলিদ) করো না'। [ইবনু আবি হাতিম, আবু নুআইম, ইবনু আসাকির]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

১। 'এমন কোন লোক নাই যার সব কথাই গ্রহণযোগ্য, কেবল নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত'। [আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন]

২। 'তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ (তাকলিদ) করো না; মালিক, শাফেঈ, আউযায়ী, ছাউরী এদেরও অন্ধ অনুসরণ করো না; বরং তাঁরা যেখান থেকে (সমাধান) গ্রহণ করে তুমি সেখান থেকেই তা (অর্থাৎ কুরআন-হাদীছ থেকে) গ্রহণ কর'। [আল ফাললানী, ইবনু কাইয়ুম বর্ণনা করেছেন]

৩। 'আওযায়ী, মালিক ও আবু হানীফা প্রত্যেকের মতামত হচ্ছে মতামতাই এবং আমার কাছে তা সমান (মূল্য রাখে), প্রমাণ রয়েছে কেবল হাদীছের ভেতর'। [ইবনু আব্দিল বর]

৪। 'যে ব্যক্তি আল্লহ'র রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করল সে ধ্বংসের তীরে উপনীত'। [ইবনুল জাউযী]

ইমাম তাহাবী (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

'গোঁড়া অথবা নির্বোধ ছাড়া অন্য কেউ তাকলিদ (অন্ধ অনুসরণ) করে না'। [ইবনু আবিদিন বর্ণনা করেছেন]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

'যে ব্যাক্তি নির্দিষ্ট এক ইমামের তাকলিদকে (দলিল-প্রমাণ বিহীন অনুসরণ) ওয়াজিব (বা ফারদ্) করে নিবে তাকে তওবা করানো হবে, অন্যথায় হত্যা করতে হবে। কারন (ইহা) ওয়াজিব

হিসেবে গ্রহণ করা শরীআতের দৃষ্টিতে আল্লহ’র সাথে শিরক করার সমতুল্য- যা আল্লহ রব্বুল ‘আলামীনের জন্য খাছ (নির্ধারিত)’। [আল কুজা মিনাল ইনসাফ]

হাফিজ ইবনু কাইয়ুম (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লহ) এর সকল সহচরেরা এ ব্যপারে একমত যে, যঈফ হাদীছ কিয়াসের (রায়ের) উপর অগ্রগামী হবে। আর এই মূলনীতির উপরই তার মাযহাব (পথ) স্থাপিত। এখন যদি কোন ব্যাক্তি বলে, রায়-কিয়াসের মুকাবিলায় হাদীছের উপর আমল করা ওয়াজিবও নয়, জায়েজও নয়, তখন আমরা তার প্রতি এ বিশ্বাসই পোষণ করব যে, সে কেবলমাত্র কল্পনা ও খেয়াল-খুশির দ্বারা আল্লহ’র অকাট্য দলিলকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। অথচ এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শন কোন মুসলিম করতে পারে না। আর যদি কোন ব্যাক্তি এই অজুহাত উপস্থাপন করে যে, হাদীছ তো বোধাতীত (বোঝা যায় না), তাহলে সে মুসলিম নয়। আর কিভাবেই বা হাদীছ বোধগম্যহীন হতে পারে! কারন আল্লহ তা’আলা আল কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি আমল করার জন্য ও তার মর্মার্থ অনুধাবন করার জন্য। আর রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নির্দেশ দিয়েছেন সাধারণ মানুষ কে তা বর্ণনা করে শুনানোর জন্য। এতদুদ্দেশ্যে আল্লহ তা’আলা ইরশাদ করেন –

...وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤ (سورة النحل)

অর্থঃ “... এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে”। (সূরা: নাহল-১৬/৪৪)

সুতরাং, কিভাবে বলা যেতে পারে রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা যা (কুরআনের অর্থ বুঝার জন্য) মানুষের জন্য বাক্য অথচ তা তাদের বোধগম্য নয়। কেবল তাদের একজন ইমামের পক্ষেই বোধগম্য ছিল?’ [ইলামুল মুয়াক্কিয়িন]

শাহ ওয়ালীউল্লহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

‘চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বের (হিজরী ৪০০ সালের পূর্বের) লোকেরা, যাদেরকে উম্মাহ’র প্রথম যুগের বা স্বর্ণযুগের লোক বলা হয়, তারা নির্দিষ্ট কোন একটি মাযহাবের আনুগত্য করতে না’। [তাফহীমাতুল ইলাহিইয়াহ]

আল্লামা আব্দুল হক দেহলভী (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

‘নিশ্চয়ই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রকৃত ইমাম হলেন নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি ছাড়া অন্য কাউকে ইমাম হিসেবে (একমাত্র গ্রহণীয় ইমাম হিসেবে) আনুগত্য করা অযৌক্তিক। আর এটাই ছিল পূর্বেকার পুণ্যবান ব্যাক্তিদের পথ’। [শারহ সীরাতিল মুস্তাকিম]

ইমাম ইবনু যাওযী (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

‘তাকলিদের মধ্যে বিবেকের উপকারিতা বিনষ্ট করা হয়। কারন বিবেককে প্রদান করা হয়েছে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করার জন্য। আর ঐ ব্যাক্তি বড় আহমক ও হতভাগা, যাকে চেরাগ দান করা হয়েছে আলো গ্রহণ করার জন্য আর সে চেরাগ নিভিয়ে অন্ধকারে রয়েছে’ [তালবীসু ইবলিস]

আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

প্রতিটি মুসলিমের জন্য ওয়াজিব হল আল কুরআন ও হাদীছসমূহের অন্তর্নির্বিষ্ট তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, এর অনুবর্তন করা, এর মর্মার্থ অনুধাবন করা এবং তা হতে বিধি-বিধান উদ্ভাবনের চেষ্টা করা। এতে যদি কেউ অক্ষম হয় তাহলে তার উচিৎ হল আলেমদের (প্রকৃত আলেমদের) আজ্ঞাবহ হওয়া, তবে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের হুবহু অনুসরণ করবে না। কারন এতে সে স্বীয় মাযহাবী ইমামকে নাবী হিসেবে সাদৃশ্য করে (না’উযুবিল্লহ)। তবে তার জন্য যুক্তিযুক্ত হবে প্রত্যেক মাযহাব হতে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ দলিল অবলম্বন করা’। [মুসলিম কি চার মাযহাবের নির্দিষ্ট এক মাযহাবের অনুসরণ করতে বাধ্য?]

শায়খ আল্লামা আবুল কাসিম আল কুরাইশী (রহিমাহুল্লহ) বলেছেন,

‘আমরা হকের অন্বেষণকারী। তাই আমাদের উপর ওয়াজিব হল সেই নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করা যিনি যাবতীয় ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত। আর সেই সব ইমাম-ফকীহ’দের অনুসরণ প্রত্যাখ্যান করা যাদের ভুল-ত্রুটি হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। সুতরাং ইমাম কর্তৃক বর্ণিত সব কথাকে আল কুরআন ও হাদীছের আলোকে যাচাই করা হবে, যা আল কুরআন ও হাদীছের সাথে মিলে যাবে আমরা তা গ্রহণ করব অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করব। কেননা রসূলুল্লহ (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণের ব্যপারে আমাদের নিকট দলিল প্রমাণিত আছে। প্রকারান্তরে ফকীহ-সূফীদের উক্তি ও আমলসমূহ আল কুরআন ও সুন্নাহ’র ভিত্তিতে যাচাই করা ব্যতীত অনুসরণ করার ব্যপারে আমাদের নিকট দলিল প্রমাণ নেই’।

কতিপয় সংশয় নিরসনঃ

বাপ-দাদার সংশয়ঃ

মানুষ বলে আমরা তো সেই বাপ দাদার আমল থেকে অমুক অমুক মাযহাবের অনুসরণ করে আসছি, আর আজ আপনি তা থেকে নিষেধ করছেন!

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَايَهۡتَدُونَ ١٧٠ (سورة البقرة)

অর্থঃ "যখন বলা হয় আল্লহ যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে- কখনও না বরং আমাদের পিতৃপুরুষ থেকে যা পেয়েছি তার অনুসরণ করব। যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না, এবং তারা সৎপথেও ছিল না"। (সুরা: বাকারা-২/২৭০)

আল্লহ তা'আলা আরও বলেছেন,

ثُمَّ إِنَّ لَهُمۡ عَلَيۡهَا لَشَوۡبٗا مِّنۡ حَمِيمٖ ٦٧ ثُمَّ إِنَّ مَرۡجِعَهُمۡ لَإِلَى ٱلۡجَحِيمِ ٦٨ إِنَّهُمۡ أَلۡفَوۡاْ ءَابَآءَهُمۡ ضَآلِّينَ ٦٩ فَهُمۡ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ يُهۡرَعُونَ ٧٠ (سورة الصفت)

অর্থঃ "ওদের ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে, পরে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে। ওরা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে বিপথগামী পেয়েছিল এবং নির্বিচারে তাদের অনুসরণ করেছিল। (সুরা: সফফাত-৩৭/৬৭-৭০)

এ সম্পর্কে আল কুরআনে আরও রয়েছে,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسۡبُنَا مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ ١٠٤ (سورة المائدة)

অর্থঃ "আর যখন তাদের বলা হয় আল্লহ'র অবতীর্ণ বিধানেসমূহের দিকে আস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য ওটাই যথেষ্ট যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি; যদিও তাদের বাপ-দাদাগণ না কোন জ্ঞান রাখত, আর না হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল; অবুও কি (ওটা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে,...)? (সুরা: মায়িদাহ-৫/১০৪)

قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُونَكُمۡ إِذۡ تَدۡعُونَ ٧٢ أَوۡ يَنفَعُونَكُمۡ أَوۡ يَضُرُّونَ ٧٣ قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ ٧٤ قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ٧٥ (سورة الشعراء)

অর্থঃ “তিনি বললেন, তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে? তারা বলল, বরং আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে পেয়েছি এরূপই করতে। তিনি বললেন, তোমরা কি সেগুলো সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ, যেগুলোর পুজা করছ?” (সুরা: শুআ'রা-২৬/৭২-৭৫)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَدۡعُوهُمۡ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٢١ (سورة لقمان)

অর্থঃ তাদেরকে যখন বলা হয়ঃ আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি?” (সুরা: লুকমান-৩১/২১)

بَلۡ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهۡتَدُونَ ٢٢ وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ ٢٣ ۞قَٰلَ أَوَلَوۡ جِئۡتُكُم بِأَهۡدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمۡ عَلَيۡهِ ءَابَآءَكُمۡۖ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ٢٤ (سورة الزخرف)

অর্থঃ “বরং তারা বলে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে হেদায়াতপ্রাপ্ত। অনুরূপ তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। সে (সতর্ককারী) বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ নির্দেশ আনায়ন করি তবুও কি? (তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে?) তারা বলত, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।” (সুরা: যুখরুফ-৪৩/২২-২৪)

وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٖ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱئۡتُواْ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٢٥ (سورة الجاثية)

অর্থঃ “তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না শুধু এই উক্তি ছাড়া যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর তোমরা সত্যবাদী হলে।” (সুরা: আল জাছিয়া-৪৫/২৫)

অধিকাংশ মানুষের সংশয়ঃ

এসব বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীরা বলে যে, এই মাযহাবগুলোর অনুসরণ করা যদি হারাম হয়, তাহলে অধিকাংশ মানুষই তা অনুসরণ করে কেন?

এই প্রসঙ্গে আল্লহ রব্বুল আলামীন বলেন,

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ١١٦ (سورة الأنعام)

অর্থঃ “তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথার অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাকে আল্লহ’র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে, তারা তো নিছক ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর তারা অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই বলে থাকে।” (সূরা: আল আনআম-৬/১১৬)

এটুকুই উক্ত সংশয় নিরশনের জন্য যথেষ্ট। এছাড়াও অধিকাংশ লোক মূর্খ, ভণ্ড, অকৃতজ্ঞ, আল্লহ’র কাছে ঘৃণিত, তাদের মতামত মূল্যহীন; এ বিষয়ে আল কুরআনে বর্ণিত আরও আয়াত নিচে উল্লেখ করা হলঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ١٠٣ (سورة يوسف)

অর্থঃ “তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবার নয়।” (সূরা: ইউসুফ-১২/১০৩)

الٓمٓرۚ تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِۗ وَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ ١ (سورة الرعد)

অর্থঃ “আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলি কুরআনের আয়াত; যা তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা-ই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে ঈমান আনে না।” (সূরা: রাদ-১৩/১)

...إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٧ (سورة هود)

অর্থঃ “নিঃসন্দেহে এটা সত্য কিতাব (আল কুরআন) তোমার রবের সন্নিধান হতে; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনায়ন করে না।” (সূরা: হূদ-১১/১৭)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ٨ (سورة الشعراء)

অর্থঃ “নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়।” (সূরা: শুআ’রা-২৬/৮)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ٦٧ (سورة الشعراء)

অর্থঃ “এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়।” (সূরা: শুআ’রা-২৬/৬৭)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ١٠٣ (سورة الشعراء)

অর্থঃ “এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়।” (সূরা: শুআ’রা-২৬/১০৩)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ١٢١ (سورة الشعراء)

অর্থঃ “এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।” (সূরা: শুআ’রা-২৬/১২১)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ١٣٩ (سورة الشعراء)

অর্থঃ “অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু অধিকাংশই মু’মিন নয়।” (সূরা: শুআ’রা-২৬/১৩৯)

فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ١٥٨ (سورة الشعراء)

অর্থঃ “অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন ছিল না।” (সূরা: শুআ’রা-২৬/১৫৮)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ١٧٤ (سورة الشعراء)

অর্থঃ “এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়।” (সূরা: শুআ’রা-২৬/১৭৪)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ١٩٠ (سورة الشعرء)

অর্থঃ “এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু’মিন নয়।” (সূরা: শুআ’রা-২৬/১৯০)

أَوَ كُلَّمَا عَٰهَدُواْ عَهۡدٗا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٠٠ (سورة البقرة)

অর্থঃ “কি আশ্চর্য! যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করলো! বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।” (সূরা: বাকারা-২/১০০)

وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٖ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا ٨٩ (سورة بني إسراءيل)

অর্থঃ “আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সত্য প্রত্যাখ্যান ব্যতীত ক্ষান্ত হল না।” (সূরা: বানী ইসরাঈল-১৭/৮৯)

قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلُۚ كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّشۡرِكِينَ ٤٢ (سورة الروم)

অর্থঃ “বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখো, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল।” (সূরা: রূম-৩০/৪২)

وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ١٠٦ (سورة يوسف)

অর্থঃ "তাদের অধিকাংশই আল্লহ'র প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক।" (সূরা: ইউসুফ-১২/১০৬)

وَلَقَدۡ ضَلَّ قَبۡلَهُمۡ أَكۡثَرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٧١ (سورة الصفت)

অর্থঃ "তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ পথভ্রষ্ট হয়েছিল।" (সূরা: আস্ সফ্‌ফাত-৩৭/৭১)

أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةٗۖ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡۖ هَٰذَا ذِكۡرُ مَن مَّعِيَ وَذِكۡرُ مَن قَبۡلِيۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡحَقَّۖ فَهُم مُّعۡرِضُونَ ٢٤ (سورة الأنبياء)

অর্থঃ "তারা কি তাঁকে ছাড়া বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে? বলঃ তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর; এটা আমার সাথে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং উপদেশ (ছিল) আমার পূর্ববর্তীদের জন্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (সূরা: আম্বিয়া-২১/২৪)

أَمۡ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةُۢۚ بَلۡ جَآءَهُم بِٱلۡحَقِّ وَأَكۡثَرُهُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ ٧٠ (سورة المؤمنون)

অর্থঃ "অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মাদ? বস্তুতঃ তিনি তাদের নিকট সত্য এনেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।" (সূরা: মু'মিনুন-২৩/৭০)

لَقَدۡ جِئۡنَٰكُم بِٱلۡحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَكُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ ٧٨ (سورة الزخرف)

অর্থঃ "আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়ে ছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যকে অপছন্দকারী।" (সূরা: যুখরুফ-৪৩/৭৮)

وَمَا وَجَدۡنَا لِأَكۡثَرِهِم مِّنۡ عَهۡدٖۖ وَإِن وَجَدۡنَآ أَكۡثَرَهُمۡ لَفَٰسِقِينَ ١٠٢ (سورة الأعراف)

অর্থঃ "আমি তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীরূপে পাইনি, তবে তাদের অধিকাংশকে আমিই ফাসেক পেয়েছি।" (সূরা: আরাফ-৭/১০২)

يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨٣ (سورة النحل)

অর্থঃ "তারা আল্লহ'র অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে; কিন্তু সেগুলি তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।" (সূরা: নাহল-১৬/৮৩)

قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ هَلۡ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنۡ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلُ وَأَنَّ أَكۡثَرَكُمۡ فَٰسِقُونَ ٥٩ (سورة المائدة)

অর্থঃ “তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা আমাদের সাথে শুধু এই কারণে শত্রুতা করছ যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লহ’র প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, এবং এই কারণে যে তোমাদের অধিকাংশ লোক ফাসিক।” (সূরা: মায়িদাহ-৫/৫৯)

كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١١٠ (سورة ال عمرن)

অর্থঃ “তোমরাই মানবমণ্ডলীর জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়রূপে সমুদ্ভূত হয়েছ, তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে এবং আল্লহ’র প্রতি ঈমান আনবে; আর যদি গ্রন্থপ্রাপ্তগণ ঈমান আনতো, তবে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো মু’মিন এবং তাদের অধিকাংশই ফাসিক।” (সূরা: আলি ইমরান-৩/১১০)

كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لَا يَرۡقُبُواْ فِيكُمۡ إِلّٗا وَلَا ذِمَّةٗۚ يُرۡضُونَكُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَتَأۡبَىٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡثَرُهُمۡ فَٰسِقُونَ ٨ (سورة التوبة)

অর্থঃ “তাদের অঙ্গীকারের কি মূল্য? অথচ অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করে, তবে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকেও খেয়াল করবে না এবং অঙ্গীকারেরও না, তারা তোমাদের নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করছে কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক।” (সূরা: তাওবাহ-৯/৮)

يُلۡقُونَ ٱلسَّمۡعَ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰذِبُونَ ٢٢٣ (سورة الشعراء)

অর্থঃ “তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।” (সূরা: শুআ’রা-২৬/২২৩)

أَمۡ تَحۡسَبُ أَنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَسۡمَعُونَ أَوۡ يَعۡقِلُونَۚ إِنۡ هُمۡ إِلَّا كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ سَبِيلًا ٤٤ (سورة الفرقان)

অর্থঃ “তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে? তারা পশুর মত বরং তারা আরও পথভ্রষ্ট।” (সূরা: ফুরকান-২৫/৪৪)

...فَأَعۡرَضَ أَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ٤ (سورة حم السجدة)

অর্থঃ “...কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না।” (সূরা: হা-মীম সাজদাহ-৪১/০৪)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَشۡكُرُونَ ٧٣ (سورة النمل)

অর্থঃ “নিশ্চয়ই তোমার রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।” (সূরা: নামল-১৬/৭৩)

وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَشۡكُرُونَ ٦٠ (سورة يونس)

অর্থঃ "আর যারা আল্লহ'র উপর মিথ্যা অরোপ করে তাদের কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে কি ধারণা? বাস্তবিক, মানুষের উপর আল্লহ'র খুবই অনুগ্রহ রয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।" (সূরা: ইউনুস-১২/৬০)

وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَٰهُ بَيۡنَهُمۡ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا ٥٠ (سورة الفرقان)

অর্থঃ "আর আমি এটা তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ কর; তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক কুফরী করল" (সূরা: আল ফুরকান-২৫/৫০)

...ذَٰلِكَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ عَلَيۡنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٣٨ (سورة يوسف)

অর্থঃ "...এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লহ'র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" (সূরা: ইউসুফ-১২/৩৮)

ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ ١٧ (سورة الأعراف)

অর্থঃ "(ইবলিশ বলেছিল) অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে ও বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না।" (সূরা: আরাফ-৭/১৭)

...وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٢٤٣ (سورة البقرة)

অর্থঃ "...কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।" (সূরা: বাকারা-২/২৪৩)

...إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٦١ (سورة المؤمن)

অর্থঃ "...আল্লহ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" (সূরা: মুমিন-৪০/৬১)

وَمَا يَتَّبِعُ أَكۡثَرُهُمۡ إِلَّا ظَنًّاۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـًٔاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِمَا يَفۡعَلُونَ ٣٦ (سورة يونس)

অর্থঃ "আর তাদের অধিকাংশ লোক শুধু অলীক কল্পনার পিছনে চলছে; নিশ্চয়ই অলীক কল্পনা বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসূ নয়; নিশ্চয়ই আল্লহ সবই জানেন, যা কিছু তারা করছে।" (সূরা: ইউনুস-১০/৩৬)

۞وَلَوۡ أَنَّنَا نَزَّلۡنَآ إِلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَحَشَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ كُلَّ شَيۡءٖ قُبُلٗا مَّا كَانُواْ لِيُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَجۡهَلُونَ ١١١ (سورة الأنعام)

অর্থঃ "আর আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাও অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতগণও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুও যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমাবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতো না আল্লহ'র ইচ্ছা ব্যতীত; কিন্তু তাদের অধিকাংশী অজ্ঞ।" (সূরা: আন'আম-৬/১১১)

...وَأَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ١٠٣ (سورة المائدة)

অর্থঃ "...আর অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।" (সূরা: মায়িদা-৫/১০৩)

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ مَوۡتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ٦٣ (سورة العنكبوت)

অর্থঃ "তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ মৃত হবার পর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে কে ওকে জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লহ! বলঃ প্রশংসা আল্লহ'রই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা বোঝে না।" (সূরা: আনকাবুত-২৯/৬৩)

وَقَالُواْ لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ ءَايَةٞ مِّن رَّبِّهِۦۚ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةٗ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٧ (سورة العام)

অর্থঃ "তারা বলে যে, তার রবের পক্ষ থেকে তার প্রতি কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হল না? তুমি বলে দাওঃ নিদর্শন অবতীর্ণ করতে আল্লহ পূর্ণ ক্ষমতাবান; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জ্ঞাত নয়।" (সূরা: আন'আম-৬/৩৭)

...وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ١٣١ (سورة الأعراف)

অর্থঃ "...কিন্তু তাদের অধিকাংশ সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না"। (সূরা: আরাফ-৭/১৩১)

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ أَلَآ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٥٥ (سورة يونس)

অর্থঃ "স্মরণ রাখ যে, সবই আল্লহ'র স্বত্ব যা কিছু আকাশসমূহে এবং যমীনে রয়েছে; স্মরণ রাখ যে, আল্লহ'র অঙ্গীকার সত্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।" (সূরা: ইউনুস-১০/৫৫)

...بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٦١ (سورة النمل)

অর্থঃ "...বরং তাদের অনেকেই জানে না।" (সূরা: আন নামল-২৭/৬১)

فَرَدَدْنَٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا وَلَا تَحۡزَنَ وَلِتَعۡلَمَ أَنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ١٣ (سورة القصص)

অর্থঃ "অতঃপর আমি তাকে (মূসা আলিইহিস সালাম কে) ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে চিন্তা না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লহ'র প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।" (সূরা: কাসাস-২৮/১৩)

...وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٥٧ (سورة القصص)

অর্থঃ "...কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।" (সূরা: কাসাস-২৮/৫৭)

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٥ (سورة لقمن)

অর্থঃ "তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবেঃ আল্লহ। বলঃ সকল প্রশংসা আল্লহ'রই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে অজ্ঞ।" (সূরা: লুকমান-৩১/২৫)

...بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٩ (سورة الزمر)

অর্থঃ "...কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।" (সূরা: যুমার-৩৯/৩০)

فَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ضُرّٞ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلۡنَٰهُ نِعۡمَةٗ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمِۭۚ بَلۡ هِيَ فِتۡنَةٞ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٩ (سورة الزمر)

অর্থঃ "মানুষকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে; অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করি আমার পক্ষ থেকে তখন সে বলেঃ আমাকে তো এটা দেওয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের বিনিময়ে। বস্তুতঃ এটা একটা পরীক্ষা; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" (সূরা: যুমার-৩৯/৪৯)

...وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٧ (سورة الطور)

অর্থঃ "...কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।" (সূরা: তূর-৫২/৪৭)

...وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢١ (سورة يوسف)

অর্থঃ "...কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।" (সূরা: ইউসুফ-১২/২১)

...وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٠ (سورة يوسف)

অর্থঃ "...কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।" (সূরা: ইউসুফ-১২/৪০)

...وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٦٨ (سورة يوسف)

অর্থঃ "...কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।" (সূরা: ইউসুফ-১২/৬৮)

...وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٨ (سورة النحل)

অর্থঃ "...কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।" (সূরা: নাহল-১৬/৩৮)

...بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٧٥ (سورة النحل)

অর্থঃ "...অথচ তাদের অধিকাংশই এটা জানে না" (সূরা: নাহল-১৬/৭৫)

...بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ١٠١ (سورة النحل)

অর্থঃ "...কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" (সূরা: নাহল-১৬/১০১)

وَعۡدَ ٱللَّهِۖ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٦ (سورة الروم)

অর্থঃ "এটা আল্লহ'র প্রতিশ্রুতি; আল্লহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।" (সূরা: রুম-৩০/৬)

...وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٠ (سورة الروم)

অর্থঃ "...কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (সূরা: রুম-৩০/৩০)

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨ (سورة سبإ)

অর্থঃ "আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (সূরা: সাবা-৩৪/২৮)

قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦ (سورة سبإ)

অর্থঃ "বলঃ আমার রব যার প্রতি ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন অথবা এটা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানে না।" (সূরা: সাবা-৩৪/৩৬)

لَخَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَكۡبَرُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٥٧ (سورة المؤمن)

অর্থঃ "মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি অবশ্যই অনেক বড় কাজ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।" (সূরা: মু'মিন-৪০/৫৭)

مَا خَلَقۡنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٩ (سورة الدخان)

অর্থঃ “আমি এ দুটি যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।” (সূরা: দুখান-৪৪/৩৯)

قُلِ ٱللَّهُ يُحۡيِيكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يَجۡمَعُكُمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٦ (سورة الجاثية)

অর্থঃ “বলঃ আল্লহ’ই তোমাদেরকে জীবিত করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।” (সূরা: জাছিয়া-৪৫/২৬)

আর, সঠিক পথের অনুসারী কমই হয়; এ ব্যপারে আল কুরআনের আয়াত,

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلۡفُۢۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفۡرِهِمۡ فَقَلِيلٗا مَّا يُؤۡمِنُونَ ٨٨ (سورة البقرة)

অর্থঃ “এবং তারা বলে যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত। বরং তাদের কুফরের জন্য আল্লহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন, যেহেতু তারা অতি অল্পই ঈমান আনে।” (সূরা: বাকারা-২/৮৮)

...فَلَا يُؤۡمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٗا ٤٦ (سورة النساء)

অর্থঃ “...অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা ঈমান আনে না।” (সূরা: নিসা-৪/৪৬)

...فَلَا يُؤۡمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٗا ١٥٥ (سورة النساء)

অর্থঃ “...এ কারনে তারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত ঈমান আনে না।” (সূরা: নিসা-৪/১৫৫)

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلۡنَا ٱحۡمِلۡ فِيهَا مِن كُلّٖ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيۡهِ ٱلۡقَوۡلُ وَمَنۡ ءَامَنَۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٞ ٤٠ (سورة هود)

অর্থঃ “অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌছলো এবং চুলা (হতে পানি) উথলিয়ে উঠতে লাগলো, আমি বললাম, প্রত্যেক জীবের এক জোড়া (নৌকাতে) উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবারবর্গকেও; তাঁকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে এবং অন্যান্য মুমিনদেরকে; আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই তাঁর সাথে ঈমান আনে নাই।” (সূরা: হুদ-১১/৪০)

..وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣ (سورة سبإ)

অর্থঃ “...আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।” (সূরা: সাবা-৩৪/১৩)

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ... (سورة ص)

অর্থঃ "...শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, করে না শুধু মু'মিন ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা, এবং তারা সংখ্যায় অল্প..." (সূরা: সোয়াদ-৩৮/২৪)

...ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ ٨٣ (سورة البقرة)

অর্থঃ "...অতঃপর তোমাদের মধ্যে হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সবাই বিমুখ হয়েছিলে, যেহেতু তোমরা অগ্রাহ্যকারী ছিলে।" (সূরা: বাকারা-২/৮৩)

...فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ تَوَلَّوۡاْ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ٢٤٦ (سورة البقرة)

অর্থঃ "...অনন্তর যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হল তখন তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সবাই পশ্চাৎপদ হয়ে পড়লো এবং আল্লহ অত্যাচারীদের সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত আছেন।" (সূরা: বাকারা-২/২৪৬)

...كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٢٤٩ (سورة البقرة)

অর্থঃ "...(তারা বলল) আল্লহ'র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে, বস্তুতঃ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন আল্লহ!" (সূরা: বাকারা-২/২৪৯)

...وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٖ مِّنۡهُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنۡهُمۡۖ ... (سورة المائدة)

অর্থঃ "...আর তুমি প্রতিনিয়ত তাদের ব্যাপারে অবগত হবে যে, তাদের সামান্য কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে..." (সূরা: মায়িদাহ-৫/১৩)

وَلَوۡ أَنَّا كَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَنِ ٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ أَوِ ٱخۡرُجُواْ مِن دِيَٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٞ مِّنۡهُمۡۖ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ وَأَشَدَّ تَثۡبِيتٗا ٦٦ (سورة النساء)

অর্থঃ "আর আমি যদি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহ প্রাচীর হতে বের হও, তবে তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত ওটা করত না এবং যে বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তবে নিশ্চয়ই ওটা তাদের জন্য কল্যাণকর ও অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হত।" (সূরা: নিসা-৪/৬৬)

قَالَ أَرَءَيۡتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمۡتَ عَلَيَّ لَئِنۡ أَخَّرۡتَنِ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَأَحۡتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٗا ٦٢ (سورة بني اسراءيل)

অর্থঃ " সে (ইবলিস) বলল, দেখুন! তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদের সমূলে নষ্ট করে ফেলব।" (সূরা: বানী ইসরাইল-১৭/৬২)

আলেমদের নিয়ে সংশয়ঃ

ঐসব বিদআতী মাযহাবীরা বলে যে, 'ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি করা ও মানা হারাম হলে অধিকাংশ আলেমরা তো তা বলে না বরং নিজেরাই তা মানে, এর কারন কি?'

এ সম্পর্কে আল্লহ তা'আলা বলেন,

۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ (سورة التوبة- ٣٤)

অর্থাৎঃ "হে মুমিনগণ, পণ্ডিত (আলেম) ও সংসারবিরাগীদের (পীর, দরবেশ) মধ্যে অনেকে লোকের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষদের আল্লহ'র পথ থেকে নিবৃত্ত করে..." (সূরা: তাওবাহ-৯/৩৪)

لَوۡلَا يَنۡهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ عَن قَوۡلِهِمُ ٱلۡإِثۡمَ وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَۚ...(سورة المائدة-٦٣)

অর্থাৎঃ "দরবেশগণ ও আলেমগণ কেন তাদের পাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না...?" (সূরা: মায়িদাহ-৫/৬৩)

ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ٣ (سورة الأعراف)

অর্থাৎঃ "তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর, আর তোমরা আল্লহ'কে ছেড়ে অন্য কোন বন্ধু-অভিভাবকের অনুসরণ করো না, তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।" (সূরা: আরাফ-৭/৩)

তারপরও যারা আল্লহ'র স্পষ্ট বিধান উপেক্ষা করে পীর আলেমদের অন্ধভক্তি করে ইসলামে বিভিন্ন মাযহাবের তৈরি করে বা সেসবের অনুসরণ করে তাদের সম্বন্ধে আল্লহ তা'আলা বলেন,

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١ (سورة التوبة)

অর্থাৎঃ "তারা আল্লহ'কে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্মযাজকদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহ'কেও। অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা

শুধুমাত্র এক ইলাহ’র ইবাদাত করবে যিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।” (সূরা: তাওবাহ-৯/৩১)

আদী বিন হাতিম হতে বর্ণিত যে, তিনি নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ আয়াত পড়তে শুনলেনঃ “তাঁরা আল্লহকে ছেড়ে তাদের আলিম ও ধর্মযাজকদেরকে রবরূপে গ্রহণ করেছে।” (আদী বললেন) আমি তাকে বললাম, ‘আমরা তো তাদের ইবাদাত করি না।’ নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘আল্লহ যা হালাল করেছেন তাঁরা কি তা হারাম করে না? অতঃপর তোমরা তা হারাম বলে মেনে নাও। অপর দিকে আল্লহ যা হারাম করেছেন তাঁরা কি তা হালাল করে না? অতঃপর তোমরা তা হালাল বলে মেনে নাও।’ (আদী বললেন) অতঃপর আমি বললাম- ‘হ্যাঁ’। নাবী (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘এটাই তাদের ইবাদাত।’ [বুখারী-তারিখুল কাবীর, ৭ম খন্ড, হাদীস নং- ৪৭১ ; সহীহ তিরমিযীঃ আলবাণী- ২৪৭১ ; তিরমিযী (মূল)- ৩০৯৫ ; ৫ম খন্ড তাফসিরুল কুরআন, সূরা তওবা’র তাফসীর, অনুচ্ছেদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৩০৯৫ ; মিনা বুক হাউস- ৩০৩৩ ; তাবারানী-মু’জামুল কাবীর- ১৭/৯২/২১৮,২১৯ ; বায়হাকী-সুনানুল কুবরা- ২০৩৫০ ; মুসনাদে আহমাদ ; ইবনু জারীর ; তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা তওবা’র ৩১নং আয়াতের তাফসীর]

আর ইবাদাত করা তো বড় শিরক। এই হাদীছটি থেকে বোঝা যায় যে, আল্লহ’র বিধানের বিপরীতে কারো বিধান মেনে নেয়া তাকে আল্লহ’র পরিবর্তে রব-রূপে গ্রহণ করে নেয়ার শামিল। তাহলে এরূপ বিধান দেয়া নিজেকে রবের আসনে বসানোর শামিল। আর পূর্বে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লহ তা’আলা দ্বীন ইসলামের ভিতরে বিভিন্ন মাযহাব তরীকা তৈরি করা হারাম করে দিয়েছেন। অতএব যারা এটাকে হালাল বলে ফাতওয়া দিবে উক্ত হাদীছ অনুযায়ী তারা নিজেদের রবের আসনে বসালো, আর যা উক্ত ফাতওয়া মেনে নিল তারা ঐসব আলেমদের রবরূপে গ্রহণ করে বড় শিরক করল-আলেমদের সংশয়ে জড়িয়ে পরার মাধ্যমে।

মহান আল্লহ আমাদেরকে শিরক এর মত বড় গুনাহ থেকে এবং ভণ্ড আলেমদের ধোঁকা হতে রক্ষা করুন।

দিন বদলের সংশয়ঃ

কেউ কেউ বলে যে, ৪০০ হিজরীর পূর্বে সাহাবাগণ, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও ইমামগণের অনুসৃত নীতিই সঠিক ছিল যে- আমরা কুরআন, হাদীছ ও এই উম্মাহ’র একমত কে সংশয়হীন ভাবে মেনে নেব, এবং তাতেও কোন সমস্যার সমাধান না হলে ইমামদের কিয়াস যাচাই করে গ্রহণ করব। কিন্তু এখন সেই নীতি অবলম্বন করলে বর্তমান যুগের মুসলিমদের ঈমান দুর্বল হওয়ায় সিদ্ধান্ত যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একেক সময় একেক ইমামের ফাতওয়া গ্রহণ করবে বিধায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে; তাই চার মাযহাবের যেকোনো এক মাযহাব মানতে হবে। {যেমন বলেছেন তাকী উসমানী তার- ‘মাযহাব কি ও কেন’নামক গ্রন্থে}

আল্লহ ইসলামে বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি করাকে হারাম করেছেন। এখন, উপরিউক্ত অজুহাতে যদি এটি হালাল বা মানা আবশ্যিক হয়ে যায় তাহলে (তর্কের খাতিরে ধরছি) এরকম আরও কিছু আল্লহ'র বিধানের বিপরীত বিধান মেনে নেওয়া যায়েজ বা হবে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। যেমনঃ

১। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হারাম। আর ৪০০ হিজরীর পূর্বের মুসলিমদের ঈমান শক্ত থাকার কারনে তা মেনে চলতে পেরেছে। কিন্তু বর্তমান মুসলিমদের ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়ায় তা মেনে চলা কঠিন হয়ে গিয়েছে; বিধায় এখন তা হালাল।

২। আগের মুসলিমরা শক্ত ঈমানবিশিষ্ট হওয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ে কোন প্রকার অলসতা করেনি, কিন্তু এখনকার মুসলিমদের ঈমান দুর্বল, তাই সালাত ৩ ওয়াক্ত আদায় করলেই চলবে।

৩। ঈমান বেশী থাকায় আগের মুসলিমরা রমাদনের এক মাসই সিয়াম সিয়াম পালন করতে পারত; কিন্তু এখনকার মুসলিমদের ঈমান দুর্বল তাই ১৫ টি রোজা রাখলেও চলবে, (কিন্তু বিধান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লহ)। এসব ক্ষেত্রে তারা কি জবাব দেবে? আল্লহ তা'আলা বলেন,

مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ٤٦ (سورة حم السجدة)

অর্থাৎঃ "যে সৎ আমল করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ আমল করলে অর প্রতিফল সে ভোগ করবে। তোমার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করেন না।" (সূরা: হা-মীম-সাজদাহ-৪১/৪৬)

আর এ কথা সবার মানা উচিৎ যে- *আল্লহ'র বিধান মানা ব্যতীত কোন সৎকাজ নেই, আর আল্লহ'র বিধান অমান্য করা ব্যতীত কোন অসৎ কাজ নেই।*
আর আমাদের উপর আল্লহ'র বিধান – 'দুর্বল ঈমানদারদের জন্য বিধান পরিবর্তন করে দেয়া নয় বরং তাদের ঈমান মজবুত করার উপদেশ দেয়া।' হয়ত তারা বলবে যে, নিরপেক্ষভাবে কুরআন-হাদীছের অনুসরণ করা উপরোক্ত ১,২ ও ৩ এর চেয়ে কঠিন হয়ে গেছে। আমি বলি- ইহা একটুও কঠিন হয়নি, বরং আলেম নামধারী জালেমরা উল্টা-পাল্টা বক্তৃতা, ওয়াজ শুনিয়ে নিজেদের মত বুঝ দিয়ে লোকদের কুরআন-হাদীছমুখী করার পরিবর্তে কুরআন-হাদীছ বিমুখী করে তুলছে, আর বলছে- এখন তো লোকেরা কুরআন-হাদীছমুখী হয় না, তাই আল্লহ'র বিধান তাদের স্বার্থে পরিবর্তন করে দেয়া উচিৎ। আর এখন মানুষরূপী শয়তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই মতটি অধিক সমর্থন পেয়ে তারা (ভণ্ড আলেমরা) রবের আসনে বসে 'চার মাযহাবের একটা মানা ওয়াজিব' করে দিয়েছে। অথচ এরকম বিধান দেয়ার কাজ শুধু আল্লহ'র, যা তিনি নিজ ইচ্ছামত করে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লহ তা'আলা বলেন,

..ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ.. (سورة المائدة)

অর্থাৎঃ "...আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।..." (সূরা: মায়িদাহ-৫/৩)

যারা আল্লহ'র পূর্ণাঙ্গকৃত দ্বীনকে মেনে না নিয়ে তাতে নতুন বিধান দিতে চায়, তারা নিজেদেরকে আল্লহ'র আসনে বসাতে চায়- তারা তগুত।

উলিল আমর সংক্রান্ত সংশয়ঃ

সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত, যেখানে আল্লহ তা'আলা বলেছেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ (سورة النساء)

অর্থাৎঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা অনুগত হও আল্লহ'র, অনুগত হও রসূলের এবং তোমাদের অন্তর্গত আদেশ দাতাগণের (উলিল আমরের); অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তবে আল্লহ ও রসূলের দিয়ে প্রত্যাবর্তিত হও- যদি তোমরা আল্লহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর সমাধান।" (সূরা: নিসা-৪/৫৯)

উপরোক্ত আয়াতে উলিল আমরদের অর্থাৎ আদেশ দাতা যারা (শাসক) তাদের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। কিন্তু বিদ'আতকারী মাযহাবীরা বলে যে, এতেই চার ইমামদের একজনের আনুগত্য করার নির্দেশ এসেছে। {যেমন, নুরুল ইসলাম ওলিপুরী তার এক বক্তৃতায় বলেছেন বলেছেন}

এর জবাব কয়েকভাবে দেয়া যায়; যেমন,

১। উলিল আমর শব্দটি বহুবচন, তাই এর দ্বারা নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসরণের নির্দেশ বুঝায় না।

২। এই শব্দটি জীবিত, বর্তমান ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়, এর দ্বারা মৃতদের বুঝায় না।

৩। এর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জবাব আল্লহ তা'আলা ঐ আয়াতেই দিয়েছেন যা ঐসব ভণ্ড আলেমরা লুকিয়ে রেখে লোকদেরকে ধোঁকা দেয়। আয়াতের শেষে লক্ষ্য করুন; সেখানে রয়েছে,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ (سورة النساء)

অর্থাৎঃ "...অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় তবে আল্লহ ও রসূলের দিয়ে প্রত্যাবর্তিত হও- যদি তোমরা আল্লহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর সমাধান।" (সূরা: নিসা-৪/৫৯)

অর্থাৎ, মতবিরোধ ঘটলেই তার সমাধান কুরআন ও হাদীছ থেকে নিতে হবে, তখন আর উলিল আমরের অনুসরণ চলবে না, হোক তা একবচন বা বহুবচন; মৃত বা জীবিত; তখন সবাই সমান।

আল্লহ আমাদেরকে বিষয়গুলি বুঝার ও সেই অনুযায়ী আমল করার তাউফিক দান করুন- আমিন।

সবশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লহ'র জন্য যিনি বিশ্বজাহানের রব ।

وأخر دعونا أن الحمد لله رب العلمين

সমাপ্তঃ- রবিউল সানি/১৪৩৭, জানুয়ারী/২০১৬